প্রথম আলো

তারিখ 02 FEB 2016
পৃষ্ঠা 10 কলাম 6

অমর একুশে গ্রন্থমেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী

এক মাসেও মন ভরে না

মাসুম আলী

'আবার কবে মুক্ত হতে পারব, বইমেলায় ঘুরে বেড়াতে পারব, সেই আশায় আছি'—অমর একুশে গ্রন্থমেলা উদ্বোধন করার আগে বক্তৃতায় এমন আক্ষেপ প্রকাশ করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি আরও বলেন, মেলা এক মাস চললেও যেন অনেকের মন ভরে না। যেন আরও চললে ভালো লাগে।

গতকাল ১ ফেব্রুয়ারি বেলা তিনটায় বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণে বইমেলা উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, এ গ্রন্থমেলাকে কেন্দ্র করে দেশের নানা প্রান্তের মানুষ ও প্রবাসী বাঙালিদের বিপুল সমাগম ঘটে। এই মেলা এখন পরিণত হয়েছে বৃহত্তর বাঙালির মিলনমেলায়।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে নিয়মানুযায়ী শুধু আমন্ত্রিত ব্যক্তিরাই অংশ নিয়েছেন। মেলা-অন্তঃপ্রাণ গ্রন্থানুরাগীরা টিএসসি চত্বর, দোয়েল চত্বরের আশপাশে অপেক্ষায় ছিলেন। বেলা ডোবার খানিক আগে উদ্বোধনের আনুষ্ঠানিকতা শেষ করে প্রধানমন্ত্রী যখন মেলা ত্যাগ করেন, তখন দরজা খুলে দেওয়া হয়েছিল অপেক্ষায় থাকা দর্শনার্থীদের জন্য। প্রথম দিনেই প্রবেশপথে ছিল কড়াকড়ি।

উদ্বোধনী মঞ্চ থেকে মেলা মাঠে: রবীন্দ্রসংগীতশিল্পী সংস্থার সমবেত কণ্ঠে জাতীয় সংগীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে শুরু হয় মূল অনুষ্ঠান। মহান ভাষা আন্দোলনের শহীদদের স্মরণে দাঁড়িয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন এবং ভাষার গান 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি' পরিবেশন করা হয়।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন সংস্কৃতিমন্ত্রী আসাদুজ্জামান নূর। শুভেচ্ছা বক্তব্য দেন একই মন্ত্রণালয়ের সচিব আকতারী মমতাজ। স্বাগত বক্তব্য দেন বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক শামসুজ্জামান খান।

অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথি ছিলেন ব্রিটিশ কবি ও জীবনানন্দ অনুবাদক জো উইন্টার, চেক প্রজাতন্ত্রের লেখক-গবেষক রিবেক মার্টিন, আন্তর্জাতিক প্রকাশনা সমিতির (আইপিএ) সভাপতি রিচার্ড ডেনিস পল শার্কিন এবং বাংলাদেশের প্রকাশকদের পক্ষে অন্যপ্রকাশের প্রধান নির্বাহী মাজহারুল ইসলাম। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রসংগীত গেয়ে শোনান রেজওয়ানা চৌধুরী বন্যা এবং নজরুলের গান শোনান জাতীয় কবির নাতনি অনিন্দিতা কাজী।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'বাংলা একাডেমির লাইব্রেরি ছিল ছাত্রীজীবনে আমার প্রিয় পদচারণাস্থল। আমি ও আমার বান্ধবী বেবী মওদুদ এখানে আসতাম। প্রতিষ্ঠার পর থেকেই বাংলা একাডেমি আমাদের সবার অত্যন্ত প্রিয় ও পবিত্র অঙ্গন।' তিনি বলেন, বাংলা একাডেমি আয়োজিত

এরপর পৃষ্ঠা ১৭ কলাম ২

এক মাসেও মন ভরে না

শেষ পৃষ্ঠার পর

অমর একুশে গ্রন্থমেলা তার যাত্রা শুরুর তিন দশক পেরিয়ে এখন বিশ্বের দীর্ঘকালব্যাপী গ্রন্থমেলার স্বীকৃতি পেয়েছে, যা বাংলাভাষী মানুষের জন্য পরম গৌরব ও আনন্দের বিষয়।

এ বছরই বঙ্গবন্ধু উত্থাপিত ঐতিহাসিক ছয় দফার ৫০ বছর অর্থাৎ সুবর্ণজয়ন্তী উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'ছয় দফা ছিল প্রকৃতপক্ষে বঙ্গবন্ধুর এক দফা অর্থাৎ স্বাধীনতা ঘোষণার প্রথম ধাপ। আমি জেনে অত্যন্ত আনন্দিত যে, বাংলা একাডেমি এবারের একুশের মাসব্যাপী আলোচনায় ছয় দফাকে একটি আলোচ্য বিষয় হিসেবে নির্ধারণ করেছে।'

প্রধানমন্ত্রী সৈয়দ শামসুল হকের লেখা ও বাংলা একাডেমি থেকে প্রকাশিত *বঙ্গবন্ধুর বীরগাথা* বইয়ের ব্রেইল ও অডিও সংস্করণের মোড়ক উন্মোচন করেন। এ বই থেকে ব্রেইল পদ্ধতিতে একটি কবিতা পাঠ করেন অষ্টম শ্রেণির ছাত্র দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী আসিফ করিম পাটোয়ারি। এ ছাড়া প্রধানমন্ত্রী তাঁর *সবুজ মাঠ পেরিয়ে* বইয়ের ব্রেইল সংস্করণেরও মোড়ক উন্মোচন করেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতির বক্তব্যে বাংলা একাডেমির সভাপতি অধ্যাপক আনিসুজ্জামান ভবিষ্যতে আরও বেশি যাচাই-বাছাই করে প্রকাশক নির্বাচনের মধ্য দিয়ে গ্রন্থমেলা পরিচালনা করার বিষয়ে গুরুত্ব দেন। সংস্কৃতিমন্ত্রী বলেন, গ্রন্থমেলা নিছক বইয়ের বিকিকিনির মেলা নয়, এটি বাঙালির বুদ্ধিবৃত্তিক ও সৃজনশীল অগ্রযাত্রার সূচক।

স্বাগত বক্তব্যে একাডেমির মহাপরিচালক শামসুজ্জামান খান এবারের গ্রন্থমেলা বাংলা একাডেমির হীরকজয়ন্তী এবং ৩ ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক কবিতা উৎসবের আবহে আরও প্রাণময় হয়ে উঠবে বলে আশা করেন।

বিদেশি অতিথির বক্তব্যে রিবেক মার্টিন বলেন, পৃথিবীর সব বৃহৎ ও ক্ষুদ্র জাতির প্রগতিশীল-সংগ্রামী অভিযাত্রায় একুশে ফেব্রুয়ারির আন্দোলন প্রেরণা দিয়ে যাচ্ছে। জো উইন্টার জানান, তিনি নিজের উৎসাহে রবীন্দ্রনাথ ও জীবনানন্দ অনুবাদ করেছেন।

আন্তর্জাতিক প্রকাশক সমিতির প্রতিনিধি রিচার্ড ডেনিস পল শার্কিন বলেন, মুদ্রিত ও ডিজিটাল—উভয় বইয়ের পাইরেসি রোধ করতে বিশ্বের সব প্রকাশক ও লেখককে সচেতন হতে হবে। প্রকাশক মাজহারুল ইসলাম সরকারের প্রতি প্রকাশনাকে 'শিল্প' হিসেবে ঘোষণা করার আহ্বান জানান।

উদ্বোধন শেষে প্রধানমন্ত্রী মেলা পরিদর্শনে যান।

চলছে সাজিয়ে তোলার পালা, আসছে নতুন বই: উদ্বোধন হয়ে গেলেও অবকাঠামোর সাজসজ্জার কাজ পুরো শেষ হয়নি। হাতুড়ি-পেরেকের ঠুকঠাক, রঙের প্রলেপ দেওয়া, অলংকরণের কাজ চলছিল বেশ কিছু স্টলে। তবে বেশির ভাগ স্টলেই অবশ্য বই উঠে গেছে। সন্ধ্যা থেকে রিকশাভ্যানে আনকোরা নতুন ঝকঝকে বই আসতে শুরু করে স্টলগুলোর সামনে। ২১৩ থেকে ২১৬ নম্বরের প্রথমা প্রকাশনের স্টলটি পুরোদস্তুর তৈরি ছিল। এ প্রতিষ্ঠানের প্রধান সমন্বয়কারী জাফর আহমদ জানান, গতকালই মেলায় ৩৩টি নতুন বই নিয়ে এসেছে প্রতিষ্ঠানটি। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কাইয়ুম চৌধুরীর *জীবনে আমার যত আনন্দ*, রেজাউর রহমানের *উড়াল মাছির পানসি*, মঈদুল হাসানের *উপধারা একাত্তর: মার্চ-এপ্রিল*; শাকুর মজিদের *১০ সদর স্ট্রিট: রবীন্দ্রনাথের কলকাতা*, সুমনকুমার দাশের *শাহ আবদুল করিম: জীবন ও গান* উল্লেখযোগ্য।

গতকাল মেলা ঘুরে বেশ কিছু নতুন বইয়ের খবর পাওয়া গেছে। এর মধ্যে অবসর প্রকাশন মেলায় এনেছে সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর *রবীন্দ্রনাথ কেন জরুরি*, আগামী এনেছে হাসনাত আবদুল হাইয়ের *শুচিতা*, মাওলা ব্রাদার্স প্রকাশ করেছে পাভেল রহমানের *সাংবাদিকতা আমার ক্যামেরায়* ইত্যাদি বই।'